ধ্রুপদী চলচ্চিত্র গ্রন্থ ৭

সিনেমায় দেশভাগ

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

সিনেমায় দেশভাগ

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৫

প্রকাশক

সজল আহমেদ কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ

সব্যসাচী হাজরা

অঙ্গসজ্জা

রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক

অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Cinemaye Deshbhag by Chandi Mukherjee Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: March 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 450 Taka RS: 450 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99903-7-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭০
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

মা
তোমাকে

ELIA KAZAN'S
"AMERICA AMERICA"
is the "best American film of the year!"
Winner-Camera d'Or
Cannes Festival 1978
MIDNIGHT'S CHILDREN
DEEPA MEHTA

দেশভাগের সিনেমা

মধ্যরাত্রির স্বাধীনতা বাঙালিজীবনে যে ক্ষত স্থায়ীভাবে দাগা দিয়েছে, তা দেশভাগ। '৪৭-এর এই দেশভাগ সিনেমামাধ্যমে দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু দেশভাগ ও সিনেমা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো বই এখন অবধি বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি। ভারতীয় ভাষায় হয়েছে কি না জানা নেই। সিনেমা নিয়ে সাংবাদিকতা, গবেষণা নানা লেখালেখির সূত্রে এই ভাবনাটা অনেক দিন ধরেই ছিল। তার পর কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখি, শুধু বাংলায় নয়, ভারতীয় সিনেমাতে এই দেশভাগ দারুণভাবে রয়েছে। কিন্তু লেখালেখির ক্ষেত্রে দেশভাগটা আটকে গেছে নেহাতই দু-তিনটি পরিচালকের মধ্যে এবং বিষয়গতভাবে সেই শোককাতরতা। ব্যক্তিগতভাবে সারা ভারতের সিনেমায় যেভাবে দেশভাগ এসেছে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে। হতেই পারে এই বিশ্লেষণ অন্যজনের ভাবনায় অন্যরকম হবে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সিনেমায় দেশভাগ এই ভাবনা ভাবতে গিয়ে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের দিকে তাকাতেই হয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও একটা স্কেচ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা রাখছি, যে কাঁচা রাস্তা তৈরি করলাম আমি, আগামী দিনে কোনো সার্থক লেখক-গবেষক তাকে কংক্রিট করবেন। ধন্যবাদ জানাতেই হয় কবি প্রকাশনীর কর্ণধার, ভাতৃপ্রতিম সজল আহমেদকে। আর যাঁরা এই গ্রন্থ-নির্মাণে কোনো না কোনোভাবে জড়িয়ে থেকেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ। বাংলাদেশের ছবিতে নারীচিত্রণ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে আমি কাবেরী গায়েনের গবেষণা থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি, তাঁকে ধন্যবাদ। আগে এই বইটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়। এটি তারই পরিমার্জিত সংস্করণ।

১০ মার্চ ২০২৫

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়
mukherjee.chandi@gmail.com

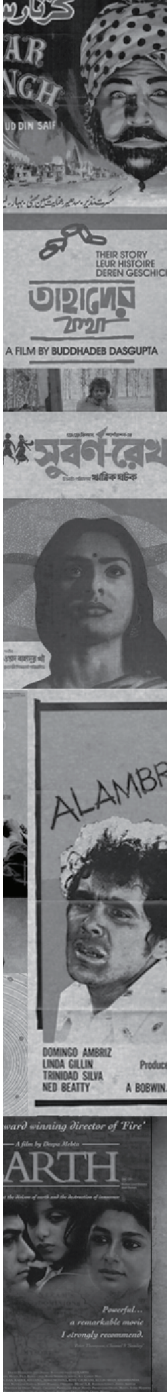

সূচিপত্র

স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক সংযম	১১
ট্রমা : স্মৃতির অনুপস্থিতি	১৯
মুম্বাইয়ের মূল স্রোত ও দেশভাগ	২৫
তমস : মেলোড্রামার স্থানচ্যুতি	৩১
গরম হাওয়া : বিপরীত স্রোত	৪৩
দেশভাগের বাণিজ্য	৫১
ধরমপুত্র	৫৭
আওয়ারা রাজকাপুর, অন্তঃস্রোতে দেশভাগ	৬১
সোনার জুটি	৬৯
ছিন্নমূল	৭৭
বিশ্ব সিনেমায় শরণার্থী	৮৫
স্বাধীনতার ছবি, পপুলিস্ট মেলোড্রামা	৯৫
মধ্যপথের সিনেমা, ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ	১১১
ট্রেনযাত্রা পাকিস্তানের দিকে	১১৭
বাস্তুহারা	১২৭
বৃহত্তম উদ্বাস্তু-স্রোত	১৩৩
ডায়াসপোরা সিনেমা	১৫৯
বাংলা সিনেমায় অনুপস্থিত	১৬৭
ঋত্বিকের স্বদেশ	১৭৩
সীমান্তরেখা	১৮৭

পরিশিষ্ট

মুক্তিযুদ্ধ ও নারী	১৯৫
ওপারের মেয়ে এপারের নায়িকা	২৩১
‘দেশভাগ’-এর নির্বাচিত ভারতীয় চলচ্চিত্র	২৩৪
শরণার্থী বিষয়ে নির্বাচিত বিদেশি চলচ্চিত্র	২৩৬
গ্রন্থপঞ্জি	২৩৯

স্মৃতি ও সাংস্কৃতিক সংযম

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭। স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষের জন্ম। নিঃসন্দেহে চরম এক আনন্দের ছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ আন্দোলনের সফলতম সময়। এই সফলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর এক দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের যেতে হবে আরও অনেক পিছিয়ে। কিন্তু কত পিছনে? ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহে? ১৮৮৫-র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়? ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গে? ১৯০৬-এর মুসলিম লীগের জন্মে? আরও কত কীই তো রয়ে যায় বিপ্লববাদের সশস্ত্র প্রচেষ্টা, গান্ধীর অহিংস আন্দোলন, বা চেমসফোর্ড সংস্কারের বাস্তবায়নে? আরও কত কী, স্মৃতির মিছিল। কিন্তু এই সম্মিলিত স্মৃতিতে যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সঞ্চিত ছিল তার সঙ্গে কি সামান্যতমও মিলল এই '৪৭-এর স্বাধীনতা। স্বপ্নপূরণের বদলে বরং এক দুঃস্বপ্ন উপহার পেল অবিভক্ত ভারতবাসী। ভারত ভাগ হলো। ফলে মধ্যরাত্রির স্বাধীনতার সূর্যোদয়কে

যে আবেগে বরণ করার কথা ছিল, সেই আবেগে ভারতবাসী বরণ করে নিতে পারল না। পারার কথাও না। কেননা স্বাধীনতার ঠিক আগের সময়টি তো ছিল ভাইয়ে ভাইয়ে, তথা নারেলের ভাষায় 'একই বৃত্তে দুটি কুসুম'দের মধ্যে নৃশংস ভাতৃঘাতী দাঙ্গা। গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের পরেই নোয়াখালী আর তার পরেই বিহারের দাঙ্গা। আরোপিত এক ধর্মের জিগির দিয়ে, অত্যন্ত পরিকল্পনামতো একের পর এক তৈরি করা হয়েছিল দাঙ্গা-পরিবেশ। যাতে প্রমাণ করা সহজ হয় যে, একই ভূমিতে পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিমদের সহাবস্থান অসম্ভব-অকল্পনীয়। ফলে স্বাধীনতার সেই সুখের সময় এক অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বিপাকে চরম দুঃসময়ের সময়ও হয়ে উঠল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই অবিভক্ত ভারত দুভাগ হলো, তজ্জনিত প্রভাব বা চক্রান্তে আগেই শুরু হলো এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সারা ভারতজুড়ে হত্যা, ধ্বংস, নারী নির্যাতন, অপহরণ, বলাৎকার কিছুই বাকি থাকে না। 'দেশভাগ'-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে প্রায় দশ লাখ মানুষ প্রাণ হারাল এবং এক কোটির ওপর মানুষ স্বদেশহারা হলো। উদ্বাস্তু-স্রোতের শরিক হয়ে ওঠে। ঠিকই, ১৯৪৭-এর এই চরম বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত কোনো না কোনোভাবে ১৯০৫ সালের লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনাতেই। ১৯৪৭-কে চিহ্নিত করে পরবর্তী সময়ে এই দুর্বিপাক বিশৃঙ্খলার অনুরণন এনেছে বারবার। ১৯৬৫-র ভারত-পাক যুদ্ধে, ১৯৭১-এর বাংলাদেশের জন্মে, ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধে, ২০০২-এ গুজরাটে—এসবের দায়ভার এখনও বহন করে চলেছে ভারত।

ভারতের সাধারণ মানুষ এইসব স্মৃতির বেদনায় স্বাভাবিকভাবেই ভারাক্রান্ত। আর সেই স্মৃতির দিনগুলো অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখের বয়ানে আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। ঠিকই, এই মুখের বয়ান যে সবসময় অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে এমন নয়, খানিক অতিরঞ্জনের ঝোঁক হয়তো থেকেই যায়। যেমন এই স্মৃতি নিয়েই তো ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ আমাদের এক সাবধানবাণী শোনান, 'স্মৃতি তো একটা আর্কাইভ। সরকারি বেসরকারি সব নথিখানার মতোই স্মৃতির আর্কাইভও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রবণতা অনুযায়ী বাছাই করা দলিলে ভরতি থাকে। তাই তার কোনো

H.22
NWR

সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না।' শুধু এই নয়, তিনি সরাসরিই বলেন, 'স্মৃতি এমনিতেই মিথ্যেবাদী, যত সময় যায় যেকোনো ব্যক্তির স্মৃতিতেই মিথ্যের ভারে সত্য চাপা পড়ে যেতে পারে।' আসলে দীর্ঘ সময়ের বিরতিতে এই স্মৃতিসম্ভারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এক সাংস্কৃতিক স্মৃতি বা কালচারাল মেমোরি। বিশেষ করে সিনেমার ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি সত্য বলে প্রতিভাত হয়। মনে পড়ে যায়, চলচ্চিত্রের কালাপাহাড় জঁ লুক গোদারের সেই ঠাট্টা—'সিনেমা ইজ দ্য ট্রুথ—টোয়েন্টি ফোর টাইমস ইন এ সেকেন্ড।' আর 'দেশভাগ' নিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে এটাই তো হয়ে উঠতে পারে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ। স্মৃতির ইতিহাস নিজেই খুন করে ইতিহাসকে, তৈরি করে অন্য ইতিহাস। সেইসব স্মৃতি থেকে অবশ্য অনেক সত্য বেরিয়ে আসে। দেখা যায়, সেই সত্যের মধ্যে মিশে থাকে অনেক আবেগ ও অভিমান। কোনো না কোনো সময় পরস্পরবিরোধিতাও যে দানা বাঁধে না এমন নয়। তবু কিছু দুঃস্বপ্ন কিন্তু এখনও তাড়া করে। যেমন প্রিয় প্রতিবেশীও হঠাৎ ভয়ংকর সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন। কালকের প্রিয় বন্ধু আজকের চরম শত্রু হয়ে যায়, আবার এমন ঘটনাও তো ঘটে, অন্য ধর্মের পড়শিই নিজেকে বিপন্ন করে আশ্রয় দেয়, প্রাণ বাঁচায়। সত্তর বছর পরেও এইসব স্মৃতি মুখপরম্পরায় এগিয়ে চলে। এত বছরের দীর্ঘ ব্যবধানেও সেইসব লোকায়ত স্মৃতিভান্ডার থেকে উৎকণ্ঠা, ভয়, শঙ্কা, হীনম্মন্যতা ইত্যাদি পরবর্তী প্রজন্মেরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে, যেখান থেকে অবশ্য সঞ্চারিত হতে থাকে এক ঐতিহাসিক ট্রমা। পাশাপাশি এক স্মৃতির স্তব্ধতাও পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছর পর এই স্মৃতির স্তব্ধতায় খানিক চিড় ধরে। আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই স্মৃতিরেখা নানাভাবে দেখা দিতে থাকে। তবে হঠাৎ নয়, এরও এক ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকেই ১৯৪৭-এর দেশভাগ-দাঙ্গা সর্বজনীন সামাজিক ফাটলের অভিজ্ঞতা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য ঢুকে আসতে থাকে। তবুও পরে যাঁরা এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁরা কিন্তু দেশভাগ-দাঙ্গা প্রসঙ্গে এক সামাজিক বিস্মরণের কথা তুলেছেন। 'দেশভাগ'-এর তুমুল অরাজকতার

মধ্যে অন্তত দশ লাখ মানুষ খুন হলো। গৃহহারা হলো এক কোটিরও বেশি সন্ত্রস্ত মানুষ। সারা উত্তর ভারতজুড়ে যে নারী নির্যাতন চলে, তার সামগ্রিক খতিয়ান আজ অবধি হয়ে উঠেছে কি?

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভাস্কর সরকার তাঁর এক গবেষণাপত্রে লেখেন, উত্তর ও পূর্ব ভারতে দেশবিভাগের স্মৃতির কোনো অভাব ছিল না, কিন্তু মান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মহলে এক ধরনের বাকসংযম দেখা যায়। জ্ঞান পাণ্ডে তাঁর 'রিমেমবারিং পার্টিশন' গ্রন্থে জানান, 'দেশবিভাগের পরে অন্তত তিন দশক এক সমবেত নীরবতা জাতীয় প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেও আমরা অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রমী মনস্বিতার সন্ধান পাই। কিন্তু সাদাত হাসান মান্টো, ভীষ্ম সাহানি, ঋত্বিক ঘটক বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিস্মরণের ধারাটাই সামগ্রিকভাবে বজায় ছিল। ইন্দিরা হত্যার অনুবর্তী দিনগুলোতে শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিংসাচারে অতীতের স্মৃতি জনজীবনে ফিরে আসে। মণ্ডল কমিশন সংক্রান্ত গণআন্দোলন, ক্রমবর্ধিষ্ণু হিন্দুত্বের রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ইতিহাস ও পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়ন জরুরি হয়ে ওঠে। অবশেষে সিনেমা, টেলিভিশন, সাহিত্য, সংবাদপত্র রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এক অবাধ পার্টিশন-প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয়।'

যেকোনো ট্রমাজনিত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই দীর্ঘ অপেক্ষার অবশ্য আরও অনেক নিদর্শনই রয়েছে। সেই সূত্রে আমাদের দেশভাগ এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োগের দীর্ঘসূত্রিতায় তেমন বিস্ময় কিছু নেই। যদিও অনেক সাংস্কৃতিক কর্মীই এটাকে বিস্ময়কর হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁরা এটাও অস্বীকার করেন না যে, এই স্মৃতির চর্চাগতি অতি দ্রুততর হয়েছে স্বাধীনতার ৫০ বছর পর থেকেই।

১৯০৫ সালে কার্জনের বাংলা ভাগ বা বঙ্গভঙ্গ। আর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন প্রতিবাদ। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত কোণ থেকেই। ফলে বছর ছয়েকের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করতে

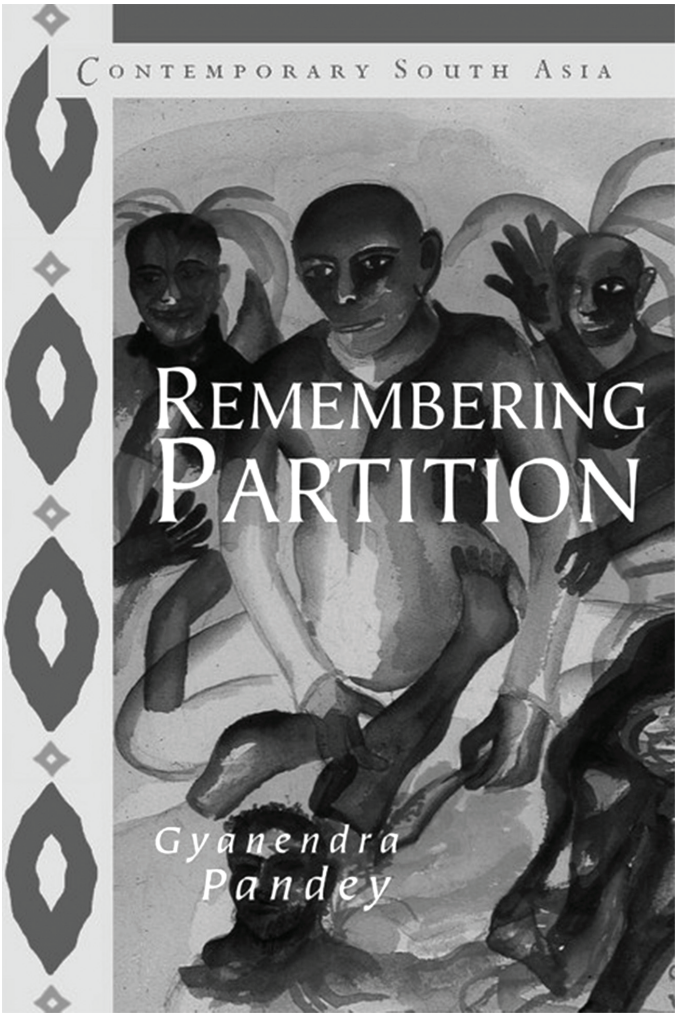

গ্রন্থ : রিমেমবারিং পার্টিশন, লেখক : জ্ঞান পাণ্ডে, প্রকাশকাল : ২০০১